বাংলাদেশ দূতাবাস
ব্যাংকক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিকেকে নং-১৩৫

বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্যাংককে ঐতিহাসিক "মুজিবনগর দিবস" পালিত

ব্যাংকক, ১৮ এপ্রিল ২০২২

ব্যাংককস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে ঐতিহাসিক "মুজিবনগর দিবস" উদযাপন করা হয়। দূতাবাস ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দূতাবাসে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যবিধি মেনে এ আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করেন যথাক্রমে দূতাবাসের মিনিস্টার (কনস্যুলার) জনাব আহমদ তারেক সুমীন ও কাউন্সেলর ও দূতালয় প্রধান জনাব মোঃ মাসুমুর রহমান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দূতাবাসের কাউন্সেলর (রাজনৈতিক) মিজ দয়াময়ী চক্রবর্ত্তী।

আলোচনা পর্বে দূতাবাসের মিনিস্টার (কনস্যুলার) জনাব আহমদ তারেক সুমীন মেহেরপুরের আম্রকাননে মুজিব নগর সরকার গঠনের সামরিক দিকগুলোর ওপর আলোকপাত করেন। মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব মোঃ আব্দুল হাই তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও নির্যাতিত বীরাঙ্গনাদের অবদানের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন যাদের চূড়ান্ত আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। তিনি বলেন, মুজিব নগর দিবস আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি এ দিবসটির সামরিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি আরো বলেন, স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রে জনগণের সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, তারই প্রতিফলন ঘটেছে ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানে।

রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের নেতৃত্ব ও জনসাধারণের মাঝে কোন ভেদাভেদ ছিল না যা বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার অন্যতম চালিকাশক্তি। জনগণের এই শক্তিকে ধারণ করেই বাংলাদেশ উত্তরোত্তর অগ্রসর হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে দিবসটির ওপর নির্মিত একটি বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।